দৌলতপুরে জনসচেতনতায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করলেন সজিব দেওয়ান

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় জনসচেতনতা ও টিউবয়েলের সাথে হাত ধোয়ার সাবানদানীতে (সাবান রাখার পাত্র) করে সাবান প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কল্যান ট্রাষ্ট দৌলতপুর উপজেলা শাখার পক্ষ হতে এ মানবতার জন্য ব্যাতিক্রম কাজ করেন সংগঠনের উপজেলা শাখার সভাপতি সজীব দেওয়ান।

রবিবার দিনব্যাপী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে লিফলেট ও এসব সাবানসহ সাবানদানী ঝুলিয়ে রাখেন। এসময় করোনা প্রতিরোধে সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

সজীব দেওয়ান জানান, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বেশি বেশি হাত ধোঁয়ার নির্দেশনা রয়েছে। তাই আমি আমার সংগঠনের উদ্যোগে শতাধিক টিউবয়েলের সাথে এই সাবান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বিশ্ব জুড়ে করোনাভাইরাসের বিস্তার ও এর প্রভাবে বাংলাদেশও এখন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছে। সকলে সচেতন হলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় পরিবেশবান্ধব পার্চিং পদ্ধতিতে সফলতা

কুষ্টিয়ায় পরিবেশবান্ধব পার্চিং পদ্ধতিতে সফলতা এসেছে। জেলার ছয়টি উপজেলার কৃষকরা এ বছর বোরো মৌসুমে ধানক্ষেতে পোকা দমনে কীটনাশকের পরিবর্তে পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এসব উপজেলার কৃষকরা তাদের বোরো মৌসুমে রোপণকৃত ফসলের ক্ষেতে গাছের ডাল পুঁতে দিচ্ছেন।

গাছের ডালে বিভিন্ন ধরনের পাখি বসে ক্ষতিকর পোকা খেয়ে ফেলছে এবং ওইসব পাখি পার্চিংয়ে বসে ক্ষণিক সময়ের জন্য বিশ্রামও নিচ্ছে। এভাবে কীটনাশক ছাড়াই পোকার আক্রমণ থেকে ধান গাছ রক্ষা পাচ্ছে বলে জানান উপজেলা কৃষি বিভাগ।
কৃষি অফিসগুলো বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্চিংয়ের আয়োজন করেছে। এর ফলে কৃষকরা একদিকে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, অন্যদিকে পরিশ্রমও কমে যাচ্ছে।

রোববার সকালে বলিদাপাড়া ব্লকের মশান গ্রামের কৃষক সাবান আলীর জমিতে গিয়ে দেখা যায়, সম্প্রতি রোপণ করা ধান ক্ষেতে গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলামের পরামর্শে এই ডাল পুঁতে দিচ্ছেন তিনি।

মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের কৃষক আবুল কালাম জানান, জমিতে পার্চিং করা বা ডাল পালা, বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দেয়ার পদ্ধতিটি খুবই সহজ। এর তেমন কোনো খরচও নেই। পাখি ডালে বসে মাজরা পোঁকার মথ, পাতা মোড়ানো পোঁকা মথ ও ফড়িং জাতীয় পোঁকাগুলো সহজেই ধরে খেতে পারে। এতে পোঁকা আর বংশ বিস্তার করতে পারে না।

মিরপুর উপজেলার উপসহকারী কৃষি অফিসার নিহারুল ইসলাম জানান, মাটি, ফসল ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কীটনাশকের পরিবর্তে ক্ষেতে পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহারে কৃষকরা এখন বেশি সচেতন।

আরেক উপসহকারী কৃষি অফিসার মাহিরুল ইসলাম বলেন, পার্চিং পদ্ধতি হচ্ছে পাখির মাধ্যমে ফসলের পোকা দমনের উত্তম ব্যবস্থা। তিনি বলেন, আমার ব্লকের অন্তত ৩০ জন কৃষকের মাঝে এই পার্চিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা এলাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এর উপকারিতা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করছে। পাশাপাশি ধান ক্ষেতের পোকা দমনের জন্য পার্চিং ব্যবহার পদ্ধতি ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মুজিবনগরে খানা বন্ধ, ব্যাসায়ীদের জরিমানা

মুজিবনগরে বিভিন্ন জায়গায় ১দিনের ব্যাবধানে আবারো অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার বিকাল থেকে সন্ধা প্রর্যন্ত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে মহাজনপুর ও মোনাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন দোকানে এ অভিযান পরিচালিত হয় ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে মহাজনপুর তাপস স্টোর মালিকের কাছে ৪ হাজার টাকা, মোনাখালী ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের সাকিব স্টোরে ২ হাজার টাকা ও নজরুল ইসলাম স্টোরে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও শিবপুর গ্রামে জনসমাবেশের আয়োজন করে করোনা খানার আয়োজন করায় দুই জন খানা আয়োজক এর কাছ থেকে ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ চলাকালীন সময়ে চায়ের দোকানে থাকা টেলিভিশন, ক্যারমাবোর্ড সরিয়ে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহে আরও ৬৯ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে, পশু হাট বন্ধ

ঝিনাইদহে নতুন করে আরও ৬৯ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে বিদেশফেরত রয়েছে ৬৬ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট কোয়ারেন্টাইনে রাখা হলো ৫৫৩ জনকে। অন্য দিকে হোম কোয়ারেন্টাইনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে বলা হয়েছে ২১৮ জনকে।
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এরই মধ্যে জেলার ২৭টি পশু হাট বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সকল দোকান-পাট থেকে টেলিভিশন অপসারণসহ গান-বাজনা বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে মাইকিং করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি সরোজ কুমার নাথ জানান, সকল জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণেই আমরা চায়ের দোকানে টেলিভিশন অপসারণ, গান-বাজনা বাজানো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, ২১ মাচ শনিবার দিবাগত রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন দোকান থেকে বেশ কিছু টেলিভিশন অপসারণ করে মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে, যেন দোকানে কোনো জন-সমাগম না হয়। এছাড়া পশু হাট বন্ধ করে মাইকিং করা হয়েছে।

মেহেরপুরে দিনভর অভিযান – ৩ ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখতে দিন ভর অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন।

রবিবার সকাল থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন বাজারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাইনউদ্দিন এর নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।

এসময় মূল্য বেশি নেওয়ার অভিযোগে ৩ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মেহেরপুর বড়বাজার এলাকায় বাজার মনিটরিং করার সময় চাউল ও পেঁয়াজের মূল্য বেশি রাখায় ভোক্তা অধিকার আইনের ৪০ ধারায় চাউল ব্যবসায়ী বড় বাজারের আবদুস সাত্তারের ছেলে হাফিজুল এর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং পেঁয়াজের বেশি দামে বিক্রি করায় ফকির মোহাম্মদের ছেলে রকিবুলের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

সেখান থেকে ফিরে মেহেরপুর হোটেল বাজারে অভিযান চালানো হয়। সেখানে কোন ব্যবসয়ীকে জরিমানা করা না হলেও সতর্ক করা হয় সবাইকে। সেই সাথে প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানোর নির্দেশ দেন সহকারী কমিশনার মাইনউদ্দিন।

পরে আমঝুপি বাজারে অভিযান চালানো হয়। আমঝুপি বাজারের চাল ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন কে বেশি দামে চাল বিক্রি করায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সেই সাথে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, হোটেল বাজার ব্যাবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, জেলা বাজার মনিটরিং কর্মকর্তা রতন কুমার রায়।

মেপ্র/এমএফআর

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও বাজার মনিটরিংয়ে

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও ভোগ্য পণ্যের বাজার পরিস্থিতি মনিটরিং করেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টায় গাংনী বাজারের বিভিন্ন স্থানে লিফলেট ও চা দোকানিদের মাঝে লবন বিতরণ করেন। এসময় করোনা প্রতিরোধে সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান, ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান হাবিব, আসিফ ইকবাল অনিক উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে করোনা আতঙ্কে প্রভাব পড়ছে গণ পরিবহন ও দিন মজুরের উপর

করোনা আতঙ্ক বিরাজ করছে মেহেরপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও এখন পর্যন্ত মেহেরপুরের কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তারপর অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে জনমনে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কিছুটা হলেও এর প্রভাব পড়েছে। অন্যদিনের তুলনায় গতকাল শনিবার মেহেরপুরের প্রায় সব জায়গায় লোক সমাগম ছিল তুলনা মূলক অনেক কম। দোকানপাট স্বাভাবিক নিয়মে খোলা থাকলেও ক্রেতা সমাগম ছিল বেশ কম।

মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসন থেকে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহবান জানানো হচ্ছে বার বার। সেই সাথে করোনা মোকাবেলাই সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহন করা করেছে বলে দাবি

সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঝিনাইদহে হার্ভার্ড, ওরাকল ও সাইফুর’স এ কোচিং বাণিজ্য চলছে

সারা বিশ্ব যখন করোনার ভয়ে আতঙ্ক, সরকারের পক্ষ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার ৩১মার্চ পযর্ন্ত বন্ধ রাখার কড়া নিষেধাজ্ঞা সেই মুহূর্তে ঝিনাইদহের হার্ভার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, ওরাকল ও সাইফুর’স সহ বেশকিছু প্রি-ক্যাডেট ও কোচিং সেন্টার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চালিয়ে যাচ্ছে কোচিং বাণিজ্য।

গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠিানের সামনে ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা যায়। হার্ভার্ড স্কুল এন্ড কলেজে অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন বিতরণ করার দৃশ্য দেখা গেছে। ছাত্রছাত্রীদের বিকাল ৩টায় এসে উত্তরপত্র জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। বেশ কয়েকজন অভিভাকের সাথে কথা বলে এসবের সত্যতা পাওয়া গেছে। সাংবাদিক আসার খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক, ৩০/৪০জন ছাত্র ও অভিভাবকে দ্রুত স্থান ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কয়েকজন শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্ন এবং খাতা বিতরণ করার দৃশ্যও চোখে পড়ে।

এছাড়া ওরাকল কোচিং সেন্টারের সজল নামে একজন শিক্ষককে গনিতের ক্লাস নিতে দেখা যায়। তার কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একটি ক্লাস নিচ্ছি তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সাইফুর’স কোচিং সেন্টারেও একই অবস্থা, রবিউল নামে একজন শিক্ষককে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ক্লাস এবং পরামর্শ দিচ্ছিলেন সাংবাদিক আসার সংবাদ পেয়ে দ্রুত কোচিং বন্ধ করে বাইরে নেমে যেতে বলেন।

এ বিষয়ে হার্ভার্ড স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম.এ রহিম বলেন, আমি প্রতিষ্ঠানের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রেখেছি

কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের অভিভাবকদের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে একটি বিশেষ কায়দায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

মেহেরপুরে করোনার জনসচেতনামূলক লিফলেট বিতরণ

নোবেল করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে হবে কি করলে ভাইরাসটি হবে না লক্ষণ কি কিভাবে ছড়ায়। করণীয় ভাইরাস টি হলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এসব কর্মসূচি নিয়েই গর্জে ওঠো মেহেরপুর সমাজ কল্যাণ সংগঠন থেকে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গর্জে ওঠো মেহেরপুর সমাজ কল্যাণ সংগঠন এর উদ্যোগে জনসচেতনামূলক লিফলেট বিতরণ, কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মো: বিপ্লব রেজা, সাধারণ সম্পাদক রলিপ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আফিফ, সহ-অর্থ সম্পাদক মুনা, মো: অনিক, মো: মাসুম বিল্লাহ, মো: ছামি, মো: আবিদ, মো: হাবিব, মো: তুষার, মো: নাইমুল ইসলাম, সিয়াম, মো: আপন, মোছা: বন্যা পারভিন, মো: সিহাব প্রমুখ।

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে হাত ধোয়া বেসিনের উদ্বোধন

করোনা মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহন করেছে মেহেরপুর পৌরসভা। এরই ধারাবহিকতায় পৌর চত্তরে বসানো হয়েছে হাত ধোয়া বেসিন।

গতকাল শনিবার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এই বেসিনের উদ্বোধন করেন। পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পৌর সভায় সেবা পেতে সকল নাগরিক পরিষ্কায় পরিছন্ন হয়ে পৌরসভায় প্রবেশ করতে পারে সেজন্য এই বেসিন

নির্মান করা হয়েছে।

পৌর কাউন্সিলর ও পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারী এসময় উপস্থিত ছিলেন।